দৈনিক সংবাদ

৯/১০/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৬

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ৬টি হল শিবিরের দখলে, বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুর

চ.বি সংবাদদাতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ কোন প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল দখল করে নিয়েছে ছাত্র শিবির ক্যাডাররা। গতকাল রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খোলার প্রথম দিনেই তা দখল করে নিল শিবির। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহআমানত, শাহজালাল, সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রব, আলাওল এবং এফ. রহমানসহ ৬টি হলে এখন অবস্থান করছে শিবিরের ১শ ১জন সশস্ত্র ক্যাডার। এদিকে, অবস্থান নেয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শাহ আমানত ও শাহজালাল হলের অতিথি কক্ষ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি।

আজ সোমবার থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষাগুলো শুরুর কথা থাকলেও গত শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে আগামী ১০ই অক্টোবর থেকে সকল ক্লাস ও পরীক্ষাগুলো শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেকোন সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা শিবির ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিবির ঃ চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর) করতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। উল্লেখ্য, গত ১৩ই আগস্ট ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংগঠিত বন্দুকযুদ্ধের জের ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

হলগুলো দখলে নিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা থাকলেও গতকাল প্রায় বিনা বাধায় শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল দখল করে নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ৬টি হলে এখন অবস্থান করছে ছাত্র নামধারী শিবিরের ১শ ১ জন ক্যাডার। এর মধ্যে ১৬ জন শাহজালালে, ২০ জন রবে, ৩০ জন সোহরাওয়ার্দীতে, ৮ জন আলাওলে এবং ৯ জন এফ. রহমান হলে অবস্থান নেয়। 'পরিচয়পত্র' দেখিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে এসব ছাত্র হলে অবস্থান নেয় বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়। অন্যদিকে মেয়েদের ৩টি হল আজ খুলে দেয়া হলেও কোন ছাত্রী এখনো নিরাপত্তাজনিত কারণে হলে ওঠেনি বলে জানা যায়।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া এবং বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠানো ও চলমান পরিস্থিতি উপলক্ষে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক জরুরি সভা গতকাল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিবিরের এ হল দখলের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়।